সংবাদ

সঙ্কটের আবর্তে বেসরকারি শিক্ষাব্যবস্থা

অধ্যক্ষ গোলসান আরা বেগম

বাংলাদেশের বেসরকারি শিক্ষাব্যবস্থা নানা ধরনের সঙ্কটের আবর্তে নিমজ্জিত ও ঘূর্ণায়মান। অথচ জাতীয় শিক্ষার অন্যতম ভাগ দায়-দায়িত্ব, চাহিদা পূরণ করে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে যাচ্ছে বেসরকারি শিক্ষা ব্যবস্থা। এক কালের গুরুগৃহ, টোল, মক্তব, মসজিদকেন্দ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থা সমাজের ধনীক ব্যক্তিদের দানমাত্রায় প্রতিষ্ঠানিক রূপ, কাঠামোর ধারণাকে বেয়ে উঠে আসে অত্রাঞ্চলের আধুনিক অবস্থানে। সরকারি বা বেসরকারি নানাই শতাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্মলগ্ন একক বা সমষ্টিগত উদ্যোক্তা, যাদের উদ্দেশ্য ছিল সমাজের কুসংস্কারতা, অশিক্ষা, অজ্ঞতার অন্ধকার কালিমা দূর করে জাতিকে আলোর দুয়ারে পৌঁছে দেয়। যেখানে-সেখানে অপরিকল্পিতভাবে গড়ে ওঠা বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ওপর সরকারি তদারকি, নজরদারি, নিয়ন্ত্রণ ও বিধি-বিধানের প্রভাবে সুশৃঙ্খলতার বাঁধন-বাঁধনে স্থিতিশীল হওয়ার কথা ছিল বেসরকারি শিক্ষা মাধ্যম অধিকতর হলেও কিছু ব্যতিক্রম। 'উদ্দেশ্যহীন কার্যধারা, উদ্যোগ, দৃষ্টিভঙ্গি, অজ্ঞতা, মতানৈক্য ও অপ্রয়োজনীয় হয়ে বেসরকারি শিক্ষা মাধ্যমটি কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছুতে পারেনি। বরং একের পর এক প্রণীত বিধি-বিধানের প্রয়োগের ফলে তার পাশাপাশি ভাঙাগড়া গজিয়ে জন্ম নিচ্ছে নানা প্রকার সঙ্কট, সমস্যা ও জটিলতা। অভাগা, দুর্ভাগা নীতি-নির্ধারণের ব্যর্থ প্রয়োগ, প্রেক্ষাপট, দুষ্টচক্রই শিক্ষাকে ঠেলে দিচ্ছে জঞ্জালময় নাজুক পরিস্থিতির গহ্বরে। শিক্ষা ব্যবস্থার নিয়মনীতির দুষ্টচক্রের অপপ্রয়োগ ও জীবন গড়ার কারিগর বেসরকারি শিক্ষকদের হয়রানি পেরেশানির মধ্যে আমার মতো বহুজনের মর্মে জ্বালা ধরিয়ে দেয়। দেরে মনোভাব নিয়ে বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারীদের অবসর সুবিধা বোর্ডের সদস্য হয়ে ওখানকার কার্যপদ্ধতি দেখে হতবাক হই। জীবন সায়াহ্নে এসে শিক্ষক-কর্মচারীরা অবসর সুবিধা প্রাপ্তির জন্য ২/৩ বার আবেদন জমা দিয়েও অনিশ্চয়তায় ভুগতে থাকে। কেন আবেদন হারিয়ে যায়, জীবিত ব্যক্তিকে মৃত দেখিয়ে ধোঁকাবাজরা কিভাবে অন্য নামে টাকা উঠিয়ে নেয়, এমন অকল্পনীয় জটিলতার সঠিক জবাব খুঁজে পাই না। ২২/২৩ বছর চাকরি করার পর শারীরিক অসুস্থতার কারণে চাকরি করতে অক্ষম হলে অবসর সুবিধা পাবে না- এই বিধিটি কোন অর্থেই যৌক্তিক বা মানবীয় নয়। সঙ্কটমাত্রার সঙ্গে বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করা হয় কি-না ভেবে দেখা দরকার। এসব সমস্যা জাতীয় মঙ্গলার্থে সমাধান করা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। যেমন মাধ্যমিক পর্যায়ে সহকারী প্রধান শিক্ষকের আলাদা বেতন কাঠামো নেই। আট বছর চাকরি মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার তার অধস্তন সহকারী শিক্ষকরা উচ্চতর স্কেলে বেতনাদি পান। সহকারী প্রধান শিক্ষককে ১২ বছর পর একটি স্কেল পাওয়ার জন্য অপেক্ষা করতে হয়। পদমর্যাদার দিক নিয়ে সহকারী প্রধান শিক্ষক সহকারী শিক্ষকের চেয়ে বড় অথচ অর্থনৈতিক সুবিধা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে নিচের কাতারেই অবস্থানে অসঙ্গতিটি কি মেনে নেয়ার মতো?

বাকি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো সরকারি নিয়ম-নীতির ভেতর দিয়ে প্রবর্তিত হয়ে ঊর্ধ্বগামী অবস্থানে অধিষ্ঠিত হয় ও কর্মপরিধির 'শাখা-প্রশাখা' বাড়ায়। প্রতিষ্ঠানকে নিম্নমাধ্যমিক থেকে মাধ্যমিক, মাধ্যমিক থেকে উচ্চ মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক থেকে স্নাতক পেরিয়ে স্নাতকোত্তর পর্যায়ে পৌঁছার প্রতিটি স্তরে কোড 'নম্বর' বিধিমোতাবেক পরিবর্তন হওয়ার কথা। কোড পরিবর্তন না হওয়া পর্যন্ত শিক্ষক নিয়োগ দিলেও এমপিওভুক্তি করা হয় না। মাউশি, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, শিক্ষা বোর্ড, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় নামক প্রতিষ্ঠানগুলোর বিধি-বিধানে সামঞ্জস্য, মতের মিল, আবর্তগত মিল না থাকায় কোড পরিবর্তন না হওয়ার জটিলতার কারণে প্রতিষ্ঠানগুলো শিক্ষা কার্যক্রমকে লোক-গোবরে করে ফেলছে। স্থায়ী শিক্ষক নিয়োগ দিতে না পেরে খণ্ডকালীন শিক্ষক দিয়ে পাঠদান কার্যক্রম পরিচালনা করছে। মাসের কাজ কি মাসী দিয়ে সাফল্যজনকভাবে সমাধা করা যায়? কোড নম্বর প্রদানের বিধি-বিধানের ত্রুটি কোথায় তা তলিয়ে দেখা এবং সমাধান করা উচিত। অন্যথায় পাসকোর্স, অনার্স ডিগ্রি কোর্স পরিচালনা করে এমন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের শিক্ষা কার্যক্রমের গতিধারায় সুস্থতা বজায় রাখতে পারবে না?

তৃতীয় শ্রেণী ডিগ্রিধারী শিক্ষকরা নিজস্ব কোড নম্বরটি ব্যবহার করে অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সমকেলে বা উপরের স্কেলে চাকরি পেলেও এমপিওভুক্ত হয় না বিধিগত জটিলতার কারণে। প্রধান শিক্ষক ও সুপারিনটেনডেন্ট, স্কুল ও মাদ্রাসার ধর্মীয় শিক্ষক-পদগুলো সমতুল্য কিন্তু বেশ্যাত ও বেতন কাঠামোতে বৈষম্য দূর করা বাঞ্ছনীয়। ঢাকা শহরে বহু নামি-দামি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে যাদের জৌলুস ও বিলাসের বাহার-বহর ঈর্ষণীয়। ভৌত অবকাঠামো, পড়াশোনার গুণগত মান, প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ আয়-রোজগার, সুনাম, সুখ্যাতি কোনটার কমতি-ঘাটতি নেই। শুধু এসবের সুযোগ-সুবিধা নয়, শিক্ষকরা ভোগ করেন হাতছানি অর্থনৈতিক সুবিধা। এই স্তরের শিক্ষক সমাজ সারা দেশের স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা পর্যায়ের শিক্ষাব্যবস্থা জাতীয়করণে থেকে- তা হয় না। দুর্মূল্যের জীবনযাত্রায় দাঁও-গোবরের বঞ্চিত দরিদ্র অসহায় শিক্ষক, যার ৮০% শিক্ষার দায়-দায়িত্ব পালন করেন- তাদের সুতরং পরিবার মতো শিক্ষাকে জাতীয়করণের অবকাঠামো নিয়ে মহাজোট সরকারের দিকে তাকিয়ে আছে। জাতি অবশ্যই অবিলম্বে প্রতিষ্ঠিত শহরের প্রতিষ্ঠানগুলো বৃহৎ স্বার্থে এগিয়ে আসবে না জাতীয়করণের পক্ষে, বরং করবে বিবেচিত। তবে ১০০% বেতনাদি সরকারি কোষাগার থেকে নেয়ার পর এ ব্যাপারে পদক্ষেপ নিতে সরকারের কিছু বলার কথা নয়। প্রয়োজন বোধে যদি সরকারিকরণের পক্ষে না তাদের অন্যভাবে মূল্যায়ন করা যেতে পারে দাঁও-গোবরের নিরক্ষরতা দূরীকরণে, বেকার সমস্যার সমাধান করে জাতীয় উন্নয়নকে আলোর দুয়ারে পৌঁছে দিতে হলে শিক্ষক সমাজের অর্থনৈতিক চাহিদা মিটানো করার বিকল্প নেই। এ লক্ষ্যে পূরণে বেসরকারি শিক্ষকে অবশ্যই জাতীয়করণ করা দরকার।

জানবল কাঠামোর বাইরে কোন পিয়ন এমপিওভুক্ত রয়েছে এমন প্রতিষ্ঠানের প্রধান পদটি কোন কারণে শূন্য হলে পুনরায় নিয়োগ দেয়া যাবে না। প্রথম প্রশ্ন হলো- মাউশি নামক বৃহদীনের চোখ এড়িয়ে পিয়ন মহাশয় এমপিওভুক্ত হলো কিভাবে? দ্বিতীয় প্রশ্ন, প্রতিষ্ঠান প্রধান ছাড়া দৈনিকের রুটিন উল্টাবে কে? গাড়ির চালক ছাড়া কি গাড়ি চলে? বাংলাদেশে আগুনের মতো তদন্তাই নিয়ে আসে ফ্রীকোল। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এই মৌসুমে একটা লম্বা-চওড়া ছুটিজনিত কারণে বন্ধ থাকে। প্রাইমারি থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত এই ছুটির সময়সীমার মধ্যে সামঞ্জস্য নেই। এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার প্রায়োগিক তারিখ নির্ধারণ করে দেয়া একটি সফলজনক সিদ্ধান্ত। সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মঙ্গলার্থে ফ্রীয়ের ছুটির সময়সীমাও গুরুত্ব তারিখ নির্ধারণ করে দেয়া উচিত।

আমরা জানি ফুটবল বা ক্রিকেট খেলার জন্য নির্ধারিত বিধি-বিধান রয়েছে। পুরিষ্ট নামক গ্রন্থটিও নিয়মাধীন চক্রে আবদ্ধ। অথচ বেসরকারি স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মচারীদের জন্য কোন চাকরিবিধি নেই। হাস্যকর হলেও সত্য, আইনের বন্ধনবিহীন এই কর্মচারীরা কর্তব্য ও দায়বদ্ধতার দিকে ধেয়ে দৌড়াচ্ছে কিভাবে। দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত মেয়েদের শিক্ষাকে অবৈতনিক করেছে উপবৃত্তি প্রদানের মাধ্যমে নারী শিক্ষার হার এগিয়ে এসেছি কল্পনাতীতভাবে। শিক্ষার প্রতিটি স্তরে মেয়েদের শুধু উপস্থিতি বেশি নয় গুণগত মান ও প্রশংসনীয় পেশা যাচ্ছে সামাজিক ভারসাম্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া ঘটার সম্ভাবনায় এমন অর্থ শুধু মেয়েদের সাংগুভাবে উপবৃত্তি দেবে না বলে সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সব মেয়েকে দাবাবে না অবৈতনিক শিক্ষার আওতায় নারী শিক্ষাকে একধাপ পেছনে ঠেলে দেয়ার শীনকাশ কী না তা ভেবে দেখা দরকার নারীবাদী কর্মীদের আরও শোনা যাচ্ছে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৩০% মহিলা নিয়োগের ওপরও কারো হাতের হেরফের পড়ার পরিতাপে সাধারণ শিক্ষা-ভবন সাধারণ সংরক্ষিত ৩০% কোটা দিয়ে করে পুরুষ নিয়োগ দেয়ার সর্বক্ষেত্রে মহিলা শিক্ষক পাওয়া যায় না, কখনো সত্য নয় মহিলার চেয়ে পুরুষকে নিয়োগ দিয়ে কার্যক্ষম করার মনস্তাত্ত্বিকতা একেবারে প্রতিবন্ধকতার সেতুর তুলে দিচ্ছে কেননা শিক্ষার মেয়ে অনেক এগিয়ে এসেছে- অন্যকল্প ৩০% কোটা পূরণ করা শুধু উনার মন-মানসিকতার ব্যাপার নারী সমাজকে উন্নয়নের মহাসড়কে বেগবান রাখার প্রয়োজনে সংরক্ষিত ৩০% মহিলা শিক্ষক নিয়োগের বিধিটি শিথিল করা উচিত হবে না।

ইতিমধ্যে সরকার তিন স্তরের পরিবর্তে একস্তর বিশিষ্ট শিক্ষকদের বেতন কাঠামো তৈরি করার সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছে। নতুন পে-স্কেলসহ ১৭ হাজার প্রাইমারি শিক্ষক নিয়োগ দেয়ার প্রস্তাবও রয়েছে সরকারের ভাবনায়। প্রাইমারি শিক্ষার্থীদের জন্য স্কুল চলাকালীন সময়ে টিফিনের সুব্যবস্থা করা ও শত ভাগ উপবৃত্তি দেয়ার সিদ্ধান্তটি যদি আগামী বছর থেকে কার্যকরী হয় তা হলে শিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে উদ্যোগটি হবে যুগান্তকারী। শত বাধা বিপত্তি, অপারগতা, বিধি-বিধানের জটিলতা নিষ্পত্তি করে সবার কল্যাণজনক পদ্ধতি অবলম্বন করাই হবে শিক্ষা নীতিনির্ধারণী ও বাস্তবায়নকারী সবার ব্রত। প্রত্যাশা রাখি সব প্রতিবন্ধকতাকে দূরে ঠেলে ২০১৪ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে নিরক্ষরমুক্ত করার অঙ্গীকার ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন এবং উদার, প্রগতিশীল, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনে ২০২১ রূপকল্প হবে শিক্ষাব্যবস্থা সংস্কারের মূলমন্ত্র: ধৈর্য, সহনশীলতা, প্রজ্ঞা, মেধার যথাযথ প্রয়োগে সঙ্কটে আবর্তে ঘূর্ণায়মান বেসরকারি শিক্ষাব্যবস্থাকে অনাগ্রহকারিক চেতনায় সম্পৃক্ত যুগোপযোগী পর্যায়ে পৌঁছে দেয়াই হবে ২০০৯-এর শিক্ষা কমিশনের উদ্যোগ, আয়োজন। বেসরকারি শিক্ষকদের আলাদা পেনশনের অন্তর্ভুক্তকরণ, মাধ্যমিক পর্যায়ে বিনামূল্যে বই বিতরণ, সহকারী শিক্ষকদের প্রথম শ্রেণীর গেজেটেড অফিসারের পদমর্যাদা প্রদান ইত্যাদি পদক্ষেপ বাস্তবায়িত হলে বেসরকারি শিক্ষা ব্যবস্থার সফলতা একধাপ এগিয়ে যাবে।

তারিখ ... 17 JUN 2009 ...
পৃষ্ঠা ... ৭ ... কলাম ... ২ ...